নির্ধারিত কাজ-০১ [একীভূত শিক্ষা- EDBN:2402]

“একীভূত শিক্ষার বিশ্বব্যাপী বিস্তারে বৈশ্বিক প্রতিবন্ধী রাজনীতি এর প্রভাব বিশ্লেষণপূর্ব্বক বাংলাদেশের জন্য যে ধারাটি অধিক উপযুক্ত তার স্বপক্ষে যুক্তি দিন।”

জাতিসংঘের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদ ২০০৬ এবং বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এর বাধ্যবাধকতার কারণে প্রাথমিক থেকে উচ্চতর শিক্ষা পর্যন্ত সকল স্তরে প্রতিবন্ধীদের জন্য একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি করা আজ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। তাই প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা ও আইনের সাথে জাতীয় শিক্ষা নীতিমালার সমন্বয় ঘটাতে হবে, যাতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা অর্জনের জন্য (বিশেষ) প্রতিবন্ধীদের বয়সের শিথিলতার বিষয়টি ভেবে দেখা যেতে পারে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং সকল শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে প্রতিবন্ধীদের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা। জাতীয় শিক্ষাক্রমে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক বিভিন্ন ইতিবাচক বিষয়সমূহঅন্তর্ভুক্ত করতে হবে। একই সাথে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং সকল শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে প্রতিবন্ধীদের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিক্ষাক্রম ও পরীক্ষা ব্যবস্থাকেও একীভূত হতে হবে। শিক্ষক ও সহপাঠীদের মধ্যে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর ব্যাপারে সহনশীল ও সমানুভূতির মনোভাব গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

একীভূত শিক্ষার জন্য ‘প্রবেশগম্যতা ও যোগাযোগ’ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়। তাই বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রবেশগম্যতা ও যোগাযোগের উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে, যা তাদের শিক্ষাগ্রহণের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বিদ্যালয়সমূহকে প্রবেশগম্য করতে হবে। প্রয়োজনে র‍্যাম্প বা ঢালুপথ ওতরি করতে হবে, তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিল্ডিং কোড এ সিড়ির সঙ্গে র‍্যাম্প” রাখার বিষয় বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রতিবন্ধীদের জন্য বিরাজমান সকল বাধা দূর করতে হবে। শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের সাথে যোগাযোগের জন্য শিক্ষকদের ইশারার ভাষার উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ছয়টি মে.লিক নীতির প্রতিপালন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গত চার দশক ধরে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষাকে নতুন রূপ দান করেছে এবং তাদের শিক্ষার চাহিদা পূরণ করে যাচ্ছে । আমরা আমাদের দেশে প্রতিবন্ধী শিশুসহ সকল সুবিধাবঞ্চিত শিশুর শিক্ষা নিশ্চিতকরণে তথা একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে এই ছয়টি নীতি অনুসরণ করতে পারি। যথা:

১. শূন্য প্রত্যাখ্যান: কোনো প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকেই কোন বিদ্যালয় কোনরকম যুক্তি বা কারণ দেখিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারবে না অর্থাৎ ভর্তির ক্ষেত্রে কোন বিদ্যালয়ই প্রতিবন্ধী বা অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বাদ দিতে পারবে না। প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে তাদের বাসস্থানের কাছাকাছি পছন্দ অনুযায়ী শিক্ষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে।

২. ▸বষম্যহীন মূল্যায়ন ব্যবস্থা: দুই ধরনের মূল্যায়নে ঙ্ববষম্যহীন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। প্রথম পর্যায়ে শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পূর্বে তার প্রতিবন্ধিতার অবস্থা অনুযায়ী বিকাশগত ও অন্যান্য বিষয়ে সার্বিক মূল্যায়ন থাকতে হবে। এজন্য অবশ্য বহুমুখী পেশাজীবী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রয়োজন হবে। যেমন: বিশেষ শিক্ষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি, শিশু চিকিৎসক,শিশু মনোবিজ্ঞানী, ফিজিওথেরাপিস্ট, অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, স্পিচ থেরাপিস্ট, পুষ্টি বিশেষজ্ঞ, ও সমাজসেবক। প্রতিবন্ধী শিশুদের মূল্যায়নে বিভিন্ন ধরনের টেস্ট ব্যবহার করে বস্·নিষ্ঠভাবে শিশুকে মূল্যায়ন করতে হবে। প্রতি তিন বছর পর পর শিশুর এ ধরনের সার্বিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এই মূল্যায়ন প্রতিবেদন শিশুর মাতাপিতা, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা প্রশাসকদের কাছে থাকবে, যাতে করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিশুর সমস্যা ও উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে। অপরদিকে বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পরে রয়েছে বিভিন্ন পরীক্ষা। যেমন শ্রেণি অভীক্ষা, সাময়িক পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষা, পাবলিক পরীক্ষা ইত্যাদি। অনেক সময় দেখা যায় মূল্যায়নব্যবস্থায় ত্রুটির কারণে অনেক প্রতিবন্ধী শিশু কাঙ্ক্ষিত ফললাভে ব্যর্থ হয়। এতে করে তাদের মাঝে হতাশা জন্মলাভ করে। সুতরাং শিশুর জন্য সব ধরনের মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে ঙ্ববষম্যহীন করতে হবে এবং শিশুর প্রয়োজন ও বিশেষ চাহিদার সাথে সমন্বয়সাধন করতে হবে। বার্ষিক পরীক্ষায় প্রশ্ন করা ও খাতা দেখার ক্ষেত্রে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বিষয়টি পরীক্ষককে মাথায় রাখতে হবে।

৩. ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি/কর্মসূচি বা পরিকল্পনা : বর্তমানে সকল উন্নত এমনকি অনেক উন্নয়নশীল দেশেও একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে লিখিতভাবে প্রতিটি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য প্রতিটি শিক্ষাবর্ষ শুরুর পূর্বেই যে স্বতন্ত্র শিক্ষা কর্মসূচি বা পরিকল্পনা রচনা করা হয় তাকে আইইপি বলে। এতে নির্দিষ্ট শিশুর বিশেষ চাহিদা মাথায় রেখে ব্যক্তিগত শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় এবং তা অর্জনে সার্বিকভাবে পরিকল্পনা ও ব্যবস্[SEP]া গ্রহণের পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা হয়। বর্তমানে এ ধরনের ব্যবস্[SEP]া যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের অনেক দেশে আইন করে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আইইপিতে প্রতিটি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর বর্তমান অবস্[SEP]ার উপর নির্ভর করে তার জন্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্[SEP]া রচিত হয় তাতে শিক্ষাবর্ষের শেষে শিশু কি অর্জন করবে এবং আগামী এক বছর ধরে শিশুকে শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি হবে তাও পরি..ারভাবে উল্লেখ থাকে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর শিশুটির উন্নতি যাচাইয়ে কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে তা নির্দিষ্ট করা থাকে (জামান ও নন্দ, ২০০৫)।

৪. ন্যূনতম নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ : একীভূত শিক্ষা সফল করতে হলে শিশুকে যতটা সম্ভব স্বল্প নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ে বিদ্যমান বাধাসমূহ দূর করতে হবে। তাদের জন্য শিক্ষায় নমনীয়তার নীতি অনুসরণ করতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবে সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশ শিশুর সমস্যাকে আরো জটিল করে তোলে। তাই একীভূত শিক্ষায় শিশুর জন্য যতখানি সম্ভব স্বাভাবিক পরিবেশে ঙতরি করতে হবে।

৫. যথাযথ প্রক্রিয়া: একীভূত শিক্ষায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর শিখন চাহিদা পূরণে উপযুক্ত পদ্ধতি ও ব্যবস্[SEP]া গ্রহণ করতে হবে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রণয়নে পরিকল্পনার সময় শিশুর মাতাপিতাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যাতে তারা তাদের মতামত দিতে পারেন এবং শিশুর শিক্ষায় অবদান রাখতে পারেন। শিশুর জন্য প্রস্·ত সকল পরিকল্পনা, গৃহীত সকল পদ্ধতি, ব্যবহৃত সকল উপকরণহবে শিশুর প্রয়োজন অনুসারে। অর্থাৎ শিশুর প্রয়োজনকে সবচেয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

৬. মাতাপিতার অংশগ্রহণ : একীভূত শিক্ষার সফল বাস্তবায়নে বিদ্যালয়ে মাতাপিতার অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। শিশুর শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে পিতামাতার মতামতকে

গুরুত্ব দিতে হবে। শ্রেণিশিক্ষক এজন্য নিয়মিত মাতাপিতার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং সময় সময় শিশুর উন্নতি ও সমস্যা সম্পর্কেমাতাপিতাকে অবহিত করবেন।

বর্তমানে বাস্তবতা হচ্ছে, সারা বিশ্বে মাত্র ৫২ শতাংশ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা গেছে; যা বাংলাদেশে কোনোভাবেই ২৫ শতাংশের অধিক নয়। অথচ গবেষণায় প্রমাণিত ৬০ শতাংশ প্রতিবন্ধী শিশু সামান্য বা কোনো রকম পরিবর্তন ছাড়াই মূলধারার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় তাদের শিক্ষা কার্যক্রম সমাপন করতে পারে। ২০ শতাংশ প্রতিবন্ধী শিশু কিছুটা পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে মূলধারার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করতে পারবে। শুধু ২০ শতাংশ উচ্চমাত্রার বা চরম প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষায়িত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন হতে পারে। ড. নিরাফত আনামের (২০০২) মতে, একীভূত শিক্ষা দর্শন বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে না। কারণ দেখা গেছে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগকে সরাসরি সাধারণ স্কুলে লেখাপড়া করানো সম্ভব, শতকরা ২০ ভাগকে কিছুটা সহায়তা দিলেই সাধারণ স্কুলে অনায়াসেই লেখাপড়া করানো যায়। বাকী শতকরা ২০ ভাগ শিশু, যাদের প্রতিবন্ধিতার মাত্রা গভীর তাদের ক্ষেত্রে একীভূতকরণ পুরোপুরি সম্ভব নাও হতে পারে। বিশেষ করে একাডেমিক কার্যক্রমগুলোতে তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা সর্বাধিক সহায়তা দেয়। কাজেই এই শিশু দলটির জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার উপস্থিতি অপরিহার্য। তাছাড়া সাধারণ স্কুলের শিক্ষকদেরকে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা দান যেমন, শিক্ষা উপকরণ ঙতরী, শিশুর উপযোগী শিক্ষাগত অবস্থান নির্ণয়ে পরামর্শ দান, সাধারণ শিক্ষকদের নিয়োগ-পূর্ব বা নিয়োগ পরবতী প্রশিক্ষণ প্রদান প্রভৃতি কার্য সম্পাদনের জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা একটি রিসোর্স কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। কাজেই সকলের যে.থ প্রয়াসই পারে একীভূত শিক্ষাকে সফল করতে। তাই একীভূত শিক্ষা একটি সামাজিক আন্দোলনের নাম।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জীঃ

- আহসান, মোহাম্মদ তারিক; রহমান, মুহাম্মদ মাহবুবুর; মো: আনিসুজ্জামান, এবং জ্ঞত্রী চে.ধুরী (২০০২)। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা ও আমাদের করণীয় [জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম ও সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ২৯ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে জাতীয় সমাজসেবা ভবন মিলনায়তন, আগারগাঁও, ঢাকায় আয়োজিত "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা ও আমাদের করণীয়" শীর্ষক জাতীয় কর্মশালায় উপস্[SEP]াপিত অন্যতম মূল আলোচনা প্রবন্ধ]। ঢাকা: জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম।
- রহমান, ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর। (২০১৭)। Inclusive education aspirations:Exploration of policy and practice in Bangladesh secondary schools (নিউজিল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব কেন্টাবারীতে শিক্ষায় ডক্টর অব ফিলোসফি বা পিএইচডি ডিগ্রীর অপ্রকাশিত থিসিস)। ক্রাইস্টচার্চ, নিউজিল্যান্ড: কলেজ অব এডুকেশন, হেলথ এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, ইউসি।
- চে.ধুরী, মনসুর আহমেদ; নিরাফাত আনাম; এবং জ্ঞত্রী চে.ধুরী (২০০০)। বাংলাদেশের মে.লিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্ভাবন ও অভিজ্ঞতা। ঢাকা: গণ সাক্ষরতা অভিযান।
- Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS). (2016). School Education. In M. Fashiullah, M.S. Alam & et.al. (Eds.). Bangladesh education statistics 2015 (Chap.3, pp.53-97). Dhaka: BANBEIS, Ministry of Education. Available at http://data.banbeis.gov.bd/
- Carruthers, A. (1996). Principles and policies for integration to inclission. In P. Foreman (Ed.). Integration and inclission in action (chap.2, pp.27-77). London:
- Harcourt Brace Company. De Pry, R.L. (2007). Council for exceptional children, division for early childhood. In C. R.

Reynolds & E. Fletcher-Janzen (Eds.). Encyclopedia of special education (3rd Ed., pp. 559-560).

- Hoboken, NJ:John Wiley & Sons Hallahan, D.P. & Kauffman, J.M. (1991). Exceptional children: Introduction to special education. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Heward, W.L. & Orlansky, M.D. (1984). Exceptional children: An introductory survey of special education (2nd. Ed.). London: Charles E. Merrill.

এই কাজগুলো দ্বারা আপনার উপকার হয়ে থাকলে আপনার কাছে একটাই দাবী থাকবে- এই ওয়েবসাইটটিতে আপনি আপনার মূল্যবান মতামত দিয়ে যাবেন। আপনার মতামত আমাদের কাজ করার উৎসাহকে আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিতে সহায়ক হবে। এই কাজের জন্য আপনার কোনো প্রকার অর্থ প্রদান করতে হচ্ছে না। নিজেকে পরোপকারি হিসেবে বিবেচনা করে থাকলে অবশ্যই অপরকে এই ওয়েবসাইট সম্পর্কে বলবেন এবং তাদেরকেও তাদের মূল্যবান মতামত প্রদানে উৎসাহিত করুন। ধন্যবাদ

এই লেখকের আরও কিছু ওয়েবসাইট লিংক:

www.cheapyshopify.com একটি ই-কমার্স ওয়েবসাইট

পেইজটি একবারের জন্য হলেও ঘুরে আসতে পারেন।

www.poorfund.org একটি দাতব্য সংস্থা যেখানে আপনি অংশগ্রহনের মাধ্যমে আপনি আপনার মধ্যে থাকা সুপ্ত পরোপকারি মনোভাবকে বিকশিত করতে পারেন।

পেইজটি একবারের জন্য হলেও ঘুরে আসতে পারেন।

www.topleveldoctor.com বিশ্বের সবচাইতে ভালো চিকিৎসকদের নাম, দেশ, প্রকৃতি ও যাবতীয় তথ্যাদি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

পেইজটি একবারের জন্য হলেও ঘুরে আসতে পারেন।